কক্সবাজার জেলা কি একা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বোঝা সইতে পারবে?

রোহিঙ্গা রিলিফ কার্যক্রমে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয়করণ ও জবাবদিহিতা চাই

ক. জেলার জনসংখ্যাবিজ্ঞান ভারসাম্য হুমকির সম্মুখীন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করে তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া উচিত

১. শরণার্থীদের মৌলিক চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে তাদের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অন্য জেলায় সরিয়ে নিতে হবে।

২. অবিলম্বে মেরিনড্রাইভের দুপাশের এবং শহরের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে পাহাড়ের ফাঁকগুলো থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চিহ্নিত করে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং ক্যাম্পে রাখতে হবে।

৩. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ২/৩ টি ক্যাম্পের চাইতে নিরাপত্তা ও ভারসাম্য রক্ষায় ৫/৬টি ক্যাম্পে রাখতে হবে।

৪. বর্তমানে Tent Based Shelter স্বাস্থ্যগত ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অতি তাপমাত্রার কারণে তাদের জন্য Temporary Structure Based Shelter করতে হবে। বর্তমানে তারা যে ধরনের তাবুতে থাকে তা বৃষ্টি ও ঝড় তুফানের সময় হুমকি স্বরুপ। উল্লেখ্য যে, গত বছর কক্সবাজারে ২য় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

খ. সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। রিলিফ কমিশনারের পদ, অফিস ও জনবল আপগ্রেড (Upgrade) করতে হবে

৫. শরণার্থী বিষয়ক সকল কার্যক্রম জেলা প্রশাসক থেকে পৃথক করে রিলিফ কমিশনার কার্যালয়কে দিতে হবে।

৬. রিলিফ কমিশনারের পদে "সচিব" পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে যাতে জেলার সকল বিভাগে তার সমন্বয় করতে সুবিধা হয়।

৭. রিলিফ কমিশনারের কার্যালয়ে information, monitoring and coordination নামের একটি বিভাগ যুক্ত করে দিতে হবে। যাতে এসব কাজের জন্য তাদের কারো উপর নির্ভর করতে না হয়। এভাবে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য প্রয়োজনে দ্রুত সেনাবাহিনীর লোকবল ডেপুটেশনে দেয়া উচিত।

৮. রিলিফ/ত্রাণ কার্যক্রমে জড়িত সকল এনজিও এবং আইজিও-সমূহকে (আন্তর্জাতিক সরকারি সংগঠন) রিলিফ কমিশনারের কার্যালয়ে দায়বদ্ধ করতে হবে।

গ. স্থানীয় স্বাভাবিক জীবন যাপন হুমকির সম্মুখীন: প্রকৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা চাই। Host Community এর জন্য বিনিয়োগ করতে হবে।

৯. দ্রুত গবেষণা সম্পন্ন করতে হবে যে, কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও পর্যটনক্ষেত্রে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কি কি ক্ষতি হয়েছে এবং হতে পারে তা নির্ণয় করার জন্য। তার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে, আগামী অর্থ বছরের বাজট ঘোষণার পূর্বেই যাতে কক্সবাজারের জনগণ আশ্বস্ত হয়।

১০. অবিলম্বে হাতি চলাচলের জায়গা থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তুলে নিয়ে অন্য এলাকায় বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১. উখিয়া টেকনাফ ও কক্সবাজার সদর হাসপাতালগুলোর মান উন্নয়ন ও শয্যা সংখ্যা বাড়াতে হবে।

১২. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য প্রতিটা জাতিসংঘ ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রকল্পে কমপক্ষে ২০% বরাদ্দ রাখা বাঞ্চনীয়।

১৩. শরণার্থী ও অন্যান্য কারণে কক্সবাজার জেলায় বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প নিতে বিধি নিষেধ ও কড়াকড়ি ছিল, তা শিথিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে কক্সবাজার জেলা অন্যান্য অনেক জেলা থেকে পিছিয়ে। যেসব উন্নয়ন সংগঠন মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার ও নারী পুরুষ সমতাভিত্তিক সমাধানের দর্শন ধারণ করে তাদেরকে কাজ করার সুযোগ আরো প্রশস্ত করতে হবে।

১৪. যে সব এইচ আই ভি/এইডস রোগী ধরা পড়েছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আলাদা চিকিৎসা বিবেচনা করা বাঞ্চনীয়। এই বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা উচিত।

১৫. ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করার চাইতে ভু-উপরিভাগস্থ পানিসমূহ বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করা উচিত। এ ব্যাপারে উক্ত অঞ্চল সমূহে ভু-উপরিস্থলের পানির আধার তৈরি করা উচিত যাতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায়।

১৬. উক্ত এলাকায় পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য এখন থেকে যারা ঐ এলাকায় উন্নয়ন ও রিলিফ কার্যক্রম করছে, তাদের থেকে একটা % অর্থ নিয়ে একটি **"পরিবেশ পুনরুদ্ধার তহবিল"** গঠন করা উচিত।

১৭. শরণার্থী সাহায্য কার্যক্রমে প্রায় সকল দ্রব্যাদি কক্সবাজারের বাইরে থেকে ক্রয় করা হচ্ছে। কিন্তু কক্সবাজার শহরে প্রায় সকল দ্রব্যাদির পাইকারী বিক্রেতা রয়েছে; তাদের কাছ থেকে এ সব দ্রব্যাদি ক্রয় করা উচিত।

১৮. বর্তমানে নিরাপত্তার কারণে নাফ নদীতে চলাচল বন্ধ, সে কারণে বর্তমানে সেন্টমার্টিনে পর্যটক যাতায়াত বন্ধ রয়েছে। যে কারণে নাফ নদীতে লঞ্চ, সেন্টমার্টিনে হোটেল, টেকনাফের হোটেলগুলো বন্ধ। সেন্টমার্টিন পর্যটনের জন্য

কক্সবাজারে যে অতিরিক্ত দিন থাকা হতো, তাও বন্ধ। তার ফলে অর্থনীতি ও ব্যবসার ক্ষতির পরিমান অনেক বেশি। বেকারত্ব বেড়েছে। সরকারের উচিত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে সেন্টমার্টিন পর্যটন আবার চালু করা।

ঘ. সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে অস্পূর্ণতা, জটিলতা ও গাফিলতি: নেতৃত্বে UNHCR কে নিয়ে আসতে হবে।

১৯. সকল সভাসমূহে দেশী-বিদেশী সবার জন্য বোধগম্য মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।
২০. জেলা প্রশাসকের সকল সভাসমূহ সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে পূর্ব থেকে সমন্বয় করে আহবান করতে হবে। যেমন, প্রতি বৃহস্পতিবার সভাসমূহ হতে পারে। ঐদিন সকালে রিলিফ কমিশনার/ জেলা প্রশাসন এবং বিকেলে ISCG সভা আয়োজন করতে পারে।
২১. আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ত্রাণ সমন্বয়ের নেতৃতে UNHCR-কে নিয়ে আসতে হবে।
২২. বায়োমেট্রিক্স রেজিস্ট্রেশনের কাজে অবিলম্বে UNHCR-কে সংযুক্ত করতে হবে। নইলে এই বায়োমেট্রিক্স রেজিস্ট্রেশনের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পোক্ত হবে না এবং মায়ানমারের সাথে নেগোসিয়েশনে সুবিধা করা যাবে না।

ঙ. জঙ্গিবাদের উৎপত্তির সম্ভাব্য ক্ষেত্র: বিকল্প মানবতাবাদ ও উদারতাবাদ প্রচারণার সুযোগ করে দিতে হবে

২৩. সকল শরণার্থী শিবিরে অবিলম্বে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে।
২৪. অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার পর থেকে অসাম্প্রদায়িক এবং উদারতাবাদে বিশ্বাসী উন্নয়ন কর্মীদের প্রবেশের এবং তদ্সম্পর্কিত জ্ঞান বা সচেতনতাভিত্তিক সাংস্কৃতিক/বিনোদনমূলক (নাটক, জারিসারি গান, কবি গান, লোক সঙ্গীত, পালাগান, হুঁলা ও পুঁথিপাঠ প্রভৃতি) অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দিতে হবে। স্থানীয় এনজিও-দের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এ কাজ করতে পারে।
২৫. মসজিদ ও মক্তবগুলোতে ধর্মীয় বইয়ের পাশাপাশি ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও রাখাইন ভাষা শিক্ষার উপর প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষামূলক বই শিক্ষা দেওয়ার জন্য এনজিওদের সুযোগ দিতে হবে। উক্ত কেন্দ্রগুলোতে শিশুদের জন্য মিড-ডে-মিল চালু করা যেতে পারে।
২৬. 'মাঝি' এবং 'ইমাম' রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বর্তমান সমাজের প্রভাববিস্তারকারী অন্যতম নেতা। তাদেরকে বিকল্প উদারতাবাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদের বসার জন্য 'ওল্ড এজড্ ফ্রেন্ডলি স্পেস' ঘর করা যেতে পারে।
২৭. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এ ধরনের এবং স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সকল ধরনের সচেতনতার জন্য স্থানীয়ভাবে এফ এম কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিতে হবে।
২৮. এ পর্যন্ত IGO (যেমন ইউনিসেফ ছাড়া)সহ সকল I/LNGOদের শুধুমাত্র Hardware ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষাভিত্তিক প্রকল্পের জন্য ছাড় দেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরোসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত উন্নয়নে Software ভিত্তিক প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া উচিত।
২৯. দীর্ঘমেয়াদে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চিন্তা এখন থেকে করা উচিত।

চ. শরণার্থীদের জন্য সকল রিলিফ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয়করণ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। UN Agencies, International NGO, National NGO সবাইকে সরাসরি Operation-এ না গিয়ে localization and Accountability নিশ্চিত করে local NGO-দের সাথে Partnership-এ কাজ করতে হবে।

৩০. সকল UN Agencies, International NGO, National NGO সবাইকে সরাসরি Operation-এ না গিয়ে local NGO-দের সাথে Partnership-এর মাধ্যমে কাজ করতে হবে।
৩১. আমরা শুনেছি নেপালে ভূমিকম্পের পর এবং ফিলিপাইনের সাইক্লোন হায়ানের পর আইন করে INGOদের সরাসরি কাজ করা বন্ধ করা হয়েছিল। আমাদের দাবী ঐ রকম আইন করা যাতে তারা তাদের সংগ্রহীত অর্থের ৫% নিজেদের অপারেশনের জন্য রেখে বাকি টাকা বাধ্যতামূলকভাবে স্থানীয় NGO-দের নিয়ে Partnership-এর মাধ্যমে খরচ করে। কারণ INGO-দের Transaction Cost খুবই বেশি। একই প্রক্রিয়া UN Agency-গুলোর জন্যও বাধ্যতামূলকভাবে করা উচিত।
৩২. আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, INGO-রা বর্তমান শরণার্থী সমস্যার প্রথম দিকে কক্সবাজারের স্থানীয় NGO-দের মাধ্যমে কাজ করলেও তারা স্থানীয় NGO-এর সক্ষমতার অভাবের দোহাই দিয়ে বর্তমানে সরাসরি নিজেরা কাজ করছে এবং কক্সবাজোরে অফিস নিচ্ছে। এটা আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে।
৩৩. Local NGO বলতে সেই NGO যারা স্থানীয়ভাবে তৈরি এবং যার নেতৃত্ব স্থানীয়, তাকে আমরা Local NGO বলে অভিহিত করেছি।
৩৪. UN Agency ও INGO-দের স্থানীয় staff-রা নিজ স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ, আমাদের কাছে এ ধরনের বহু ঘটনার নজির রয়েছে। সে কারণে মানবীয় ও মর্যাদাভিত্তিক আচরণ নিশ্চিত করতে পারস্পরিক Code of Conduct দাবি করছি।

৩৫. আমরা উপরোক্ত সকল Agency ও সংস্থাসমূহ থেকে একটি Compliant Response Mechanism (অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা) দাবী করেছি । যে Complain Response Mechanism-এর সুযোগ শরণার্থীসহ আপামর জনসাধারণ নিতে পারবে।

৩৬. UN Agency, INGO, NNGO, LNGO–সহ সবাইকে ত্রাণের রিলিফ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল ও বিশেষ করে অর্থের বিবরণ IATI (International Aid Transparency Initiatives) নীতিমালা অনুসারে প্রকাশ করতে হবে। যাতে স্থানীয় জনগণ এবং মিডিয়া মনিটর ও মন্তব্য করতে পারে। আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য এই অর্থ Booked হয়েছে, উপরোক্ত Agency–গুলোর Transaction Cost খুব বেশি। যে কারণে আমরা WHS ও GB Policy অনুসারে স্থানীয় এনজিওদের সাথে পার্টনারশিপ পলিসির এবং জবাবদিহিতার প্রস্তাবনা করেছি।

৩৭. ISCG (Inter Sector Coordination Group) যা মূলত UN Agency ও গুটিকয়েক INGO নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে প্রতিটি Cluster এ Local NGO দের প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। তাদের অনেকগুলো নিয়মকানুন স্থানীয় অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা INGO ও NNGO-র প্রতি Biased.

৩৮. UN Agency, ও NNGO-গুলোর Monopolistic approach পরিহার করতে হবে, অন্যদের বিশেষ করে LNGO- দের কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। সবাইকে এটা মনে রাখতে হবে যে, LNGO–গুলোই সর্বপ্রথম এই রিলিফ কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছিল এবং তারা Host Community-কে প্রতিনিধিত্ব করে।

৩৯. UN Agency, INGO-গুলো বিদেশী এক্সপার্টদের চাইতে স্থানীয় এক্সপার্ট ও কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৪০. বিশেষ করে কক্সবাজারে মাঠ পর্যায়ের কক্সবাজারের কর্মী নিয়োগ করতে হবে। যারা চট্টগ্রামী বা রোহিঙ্গা ভাষা জানে। এটা দেখা গেছে যে, এ ধরনের কর্মীর অভাবে মাঠ পর্যায়ের যোগাযোগের সমস্যা হচ্ছে।

৪১. LNGO কর্মীদেরকে INGO ও UN Agency কর্তৃক প্রলুব্ধ করা যাবে না। ঐ সকল সংস্থা ও IFRC কে সহ সবাই মিলে একটা Standard Price Policy করতে হবে। যাতে বাড়ীভাড়া, গাড়ীভাড়া ও ট্রাকভাড়াসহ সর্বক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওদের অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে না হয়।

ছ. আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অধিপরামর্শের কমিটমেন্ট ছাড়া শুধু মানবাধিকার সাহায্য আমরা কেন নেবো? মায়ানমার সরকার এবং সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক আদালতে তুলতে অধিপরামর্শ জোরদার করতে হবে।

৪২. সরকার ও নাগরিক সমাজকে মায়ানমারে জাতিগত নিধনের যথাযথভাবে গবেষণা, ডকুমেন্টেশন এবং প্রচারণার পদক্ষেপ নিতে হবে। যার ফলে মায়ানমার সরকার এবং সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক আদালতে তোলা যাবে। রুয়ান্ডা এবং চোকোস্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে যা করা হয়েছিল।

৪৩. যেসব INGO এবং দেশসমূহ বাংলাদেশকে এই রাজনৈতিক অধিপরামর্শে সহযোগিতা করবে না তাদের সাথে সম্পর্ক এবং কাজ পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

৪৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই বিষয়ে সমুদ্র অর্থনীতির সীমানা নির্ধারণে যে ধরনের "সেল" করেছিল, সে ধরনের নতুন "সেল" করে এর প্রচারণা এবং কূটনীতি জোরদার করতে হবে।

৪৫. বাংলাদেশ সরকার ও নাগরিক সমাজের জন্য এটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। দুই পক্ষকেই আলাদা আলাদাভাবে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু শরণার্থীদেরকে ফেরত পঠিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না। এটা প্রমাণ করে দিতে হবে যে, বাংলাদেশ যে কোন উগ্র জাতীয়তাবাদ, জঙ্গিবাদ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট গণহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

উপরোক্ত অবস্থান বা দাবিসমূহ সময়ান্তে, পরিবর্তিত ও উদ্ভূত মতামতের ভিত্তিতে আমরা আরো পরিবর্তন ও পরিমার্জন করবো বলে আশা করছি।

অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহ:

পাল্‌স, হেল্‌প কক্সবাজার, একলাব, অগ্রযাত্রা, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন, পপি, আনন্দ, বাস্তব, নোংগর, মুক্তি কক্সবাজার, ইপসা, এক্সপেউরুল, আইএসডিই, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, আশা ও কোস্ট ট্রাস্ট

সচিবাল:

কোস্ট ট্রাস্ট, কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাড়ি নং–৭৫, রোড– ২, ব্লক–এ, লাইট হাউজ আ/এ, কলাতলী, কক্সবাজার। যোগাযোগঃ মকবুল আহমেদ, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮২৮, ইমেইল:moqbul.coast@gmail.com

যোগাযোগঃ কো–চেয়ারম্যানবৃন্দ:

রেজাউল করিম চৌধুরী, ইমেইল: reza.coast@gmail.com, মোবাইল–০১৭১১৫২৯৭৯২

আবু মোর্শেদ চৌধুরী, ইমেইল: abumurshedchy@gmail.com, মোবাইল– ০১৮১১৬২৪৬১০

মোঃ আরিফুর রহমান, ইমেইল: ypsa_arif@yahoo.com, মোবাইল– ০১৭১১৮২৫০৬৮